মূল ২

কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

পৃথিবী ঘুরে, না সূর্য্য ঘুরে, এই নিয়ে অমি বিতর্কে যেতে চাইনা। কারন, পৃথিবী ঘুরোক আর সূর্য্যই ঘুরোক, আমার মতো বাংলাদেশী কোটি কোটি মানুষের এই ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে, পেটে ভাত পরবেনা। তবে এই সপ্তাহে এক ভদ্রলোকের ফোরাম মেইলটা নজর কেড়েছিলো। হাসান মাহমুদ নামের এক ভদ্রলোক, *আত্নঘতী মুসলমান* নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলো। প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভালো লেগেছিলো। তাই ভালো কিছু মন্তব্যের পাশাপাশি, বিশেষ একটি শ্রেনীর কাছে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, বাংলা ভাষায়, অথচ, রোমান অক্ষরে। আমার মন্তব্যটি পুরোপুরি নীচে দিলাম।

চমৎকার একটি প্রবন্ধের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্ত, সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, যাদের জন্যে লিখেছেন, তারা হয়তো পরবেওনা, পরলেও এড়িয়ে যাবে নির্দ্বিধায়। কি বিশ্রী আমরা এই যুগের মুসলিমরা। মুসলিমদের নামাজ পড়া যে বাধ্যতামূলক, তার মূল উদ্যেশ্য হয়তো সময়ানুবর্তীতা চর্চা করা, শেখানো। সময়ের মর্যাদা দিচ্ছি কই? রোজা রাখার উদ্যেশ্যই হলো, ক্ষুধার্তদের মনের কথা উপলবিদ্ধ করা, ক্ষুধার্তের কথা ভাবছে কে? যাকাতের উদ্যেশ্যই হলো গরীব ধনীদের ব্যাবধানটা কমিয়ে আনা। অথচ, গরীবের কিছু হচ্ছে কি? হজ্জের উদ্যেশ্যই বোধ হয়, দূর দেশে গিয়েও জ্ঞানের লেন দেন করা, কুশলাদী জানা একে অপরের। কেউ কি সেই উদ্যেশ্যে হজ্জ করছে? বুঝিনা ধর্মের মূল উদ্যেশ্য কি? কোন ধার্মিক ভাই কি ব্যাখ্যা করবেন? ধন্যবাদ আবারো।

আমি আমার মূল নামের, এই লেখার প্রথম সিরিজে বোধ হয় লিখেছিলাম, আমার লেখা অনেকেই পড়েনা। তবে অনেকে ভুল করে পড়ে ফেলে। তেমনি একজন, সায়েফ হোসাইন নামের ভদ্রলোক মনে হয় ভুলেই পড়ে ফেলেছেন। তিনি মন্তব্য করলেন নিম্নরূপ।

ভাই বলবো না বোন, কলঙ্কিনী নদী।

কে কি লিখেছে, আর কার জন্যে লিখেছে তা নিয়ে এখন আপাতত মাথা ঘমাচ্ছিনা। ভাবছি আপনার দুঃখ দরদ নিয়ে। বুঝার বিশেষ দরকার আছে কি? না, বোঝা (মনে হয় ভারী ঝামেলার অর্থে এই কথাটা, ব্রেকেটের কথাগুলো মূল লেখায় ছিলোনা, রোমান অক্ষরে লেখাতে আমার অনুমান) নেয়ার কোন দরকার আছে? যদি দেখছেন আপনার পছন্দ মতো মুসলিমরা কেউ করছেনা, তবে সোজা কোন আন্দোলনে ঢুকে পরুন। যদি কোন আন্দোলন পছন্দ না হয়, নিজেই দাওয়াৎ নিয়ে আসুন সবার জন্যে, সবাইকে ডাকুন ভালোর দিকে, মঙ্গলের দিকে। নামাজ রোজার যে আসল উদ্যেশ্য আপনি জানেন এবং মানেন, তার দিকে। আর এটা যদি না করতে পারেন, তাহলে শুধু আপনার নিজের দিকেই মন দেন। আপনি ভাবুন, শিখুন এবং জানুন যে, আপনার কবরে আপনি ই যাবেন, অন্য কেউ নয়। তেমনি অমি যাবো আমার কবরে, সবাই যাবে নিজ নিজ কবরে। তাই অন্য কে কি করছে না করছে, সে ব্যাপারে মাথা না ঘমিয়ে, আমার পথ কত টুকু প্রশস্ত হচ্ছে সেটাই সবচে বড় ভাবনার বিষয় হতে হবে। আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের দিকে তাঁকালেই, ভাবলেই, এবং সঠিক হলেই, বাকী সব আপনিতেই সঠিক হয়ে যাবে। শুধু শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ কি বলুন?

কথাগুলো মন্দ নয়। আমার খুবই ভালো লেগেছে। এর কারন, দুটো। তার একটি হলো, আমার লেখার মতো সস্তা লেখা অন্তত কেউ না কেউ পরছে। আর দ্বিতীয়টি হলো, সবাই যখন আমাকে তুই তোকারী করে গালাগাল দিয়ে লিখে, তখন ভদ্রলোক, বাংলাদেশী সনাতন ভদ্রতা বজায় রেখে, একটি সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছেন।

যখন, বারো কোটির অধিক বাংলাদেশীর মাঝে, আমি এই মুহূর্তে, একজনও সত্যিকারের জ্ঞানী বলে খোঁজে পাচ্ছিলামনা, এই ভদ্রলোককে আমি, আপাততঃ আমার নিজ ডায়েরীতে চিন্তাবিদ বলে লিখে নিলাম। তবে আগামীকালের কথা জানিনা। আমার এই খেয়ালী মন্তব্যে, বাংলাদেশের কার কি আসে যায়? ঠিক তেমনি আমারো কিছু আসে যায়না। কারন, উপরের সায়েফ সাহেবের শেষ কথাগুলো অনেকটা ঠিক, সেই অর্থে। কিন্তু, আমার এই খেয়ালী মন্তব্যে, নিশচয় চুপ করে থাকবেনা, ঐসব অসহায় মানুষগুলো, যারা দিনরাত খেটে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যাদের মাঝে রয়েছে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী এবং আরো অনেক মহল। যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিয়ে সাহসী ভুমিকা রেখে দিনরাত স্বপ্ন দেখছে একটি চমৎকার বাংলাদেশের। তাদের কাছে, অমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এবার আসি সমস্যার কথায়। আমি বারবার বলি, বড় সমস্যা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমার মাথা ব্যাথাটা প্রকট হয়ে উঠে তখুনিই, যখন কোন ছোট সমস্যা দেখি। উপরের সায়েফ সাহেবের লেখাগুলোতে একটা ছোট সমস্যা চোখে পড়েছে। তা হলো, আমাকে যদি কোন মন্তব্যই করতে হয়, তাহলে আমাকে কোন না কোন আন্দোলনে ঢুকে পরতে হবে। অথবা, নিজের চর্কায় নিজেকে তেল দিতে হবে। কারন, মরার পর আমাকে আমার কবরে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

এটা আমার জন্যে একটা ছোট খাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম কিছু কথা শোনে, অন্যেরা কি করতো আমার জানা নেই। তবে আমার প্রচণ্ড কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে। কেননা, উপরে আমি সাহসী মানুষের কিছু শ্রেনীর বর্ণনা করতে গিয়ে, শেষের দিকে আরো অনেক মহল বলে শেষ করেছি। সেই আরো অনেক মহলের মাঝে পরে, অন্যান্যদের মাঝে, রাজনীতীবিদরা, আর লেখক লেখিকারাও। রাজনীতীবিদ বলতে, তাদের কথাই বলছি, যারা সরাসরি সুস্হ রাজনীতীর সাথে জড়িত। যারা মারামারি হাঙ্গামার কথা বলে, তারা রাজনীতীবিদদের শ্রেনীতে পরলেও, আমার সংজ্ঞায় পরেনা। যেমনি, একজন ডাক্তার, ডাক্তার হয়েও, তার চোখের সামনে, একজন গরীব রোগী চিকিৎসার অভাবে মারা গেলে, আমি তাকে ডাক্তার বলিনা। কিন্তু, আমরা যারা সাধারণ মানুষ, ঐ খুনী ডাক্তারদের যেমনি স্বীকৃতি দিয়ে থাকি, তেমনি দেশ দশের নেতা নেত্রী হিসেবে খুনীদের অধিক মর্যাদা দিয়ে থাকি। আমাকে আন্দোলন করতে হলে, তেমনি একজন, খুনী নেতা নেত্রীর দলে ঢুকে যেতে হবে। তার জন্যেই আমি কাঁদলাম।

আমি আরো কাঁদলাম, এই জন্যে যে, আমি লিখালিখা করি। যারা লিখালিখি করে, তারা হলো সমাজের সবচেয়ে দুর্বল শ্রেনীর। কারন, কারো সাথে তর্কে জিততে না পেরে, একলা পথে চলে, নিজের মনে যা আসে তাই লিখে। কেউ ভালো লিখে নাম ধাম করে, তবে জীবন চলে মানবেতর। আর কেউ কেউ তো ঝোঁক বুঝে, চোখের সামনে কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। আমি তা পারছিনা বলে।

হুম মানলাম, অনেকেই বলবে, কেনো বাপু, রাজনীতীর ব্যানার থেকে লিখো? আমাদের পক্ষে লিখো? তাহলেই তো, তোমার ঐ ছোট সমস্যাটা আর থাকলো না। ঠিক তাই, এই যুগে লিখালিখি করে নাম করা যায়, দুই বিষয়ে লিখে। তার এক হলো, ধর্মের পক্ষে, বিজ্ঞানের বিপক্ষে। আর অপরটি হলো, এর বিপরীত। ধর্মকেও মানবে, আবার বিজ্ঞানকেও মানবে, এতে মজা কই?

অথচ, আমার কাছে মনে হয়, যারা ধর্মের বিপক্ষে কথাবার্তা বলে, নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করে, তারা হলো সবচাইতে বড় আস্তিক। সৃষ্টিকর্তার প্রতি যথেষ্ট আস্হা আছে বলেই, পারিপার্শ্বিকতার কারনে, নিজের মতো করে কিছু করতে পারছেনা বলেই, এক ধরনের চমক লাগানোর জন্যে, এইসব উদভট কথাবার্তা বলে। আর যারা ধর্ম নিয়ে বেশী ভাবে, তাদের নিজেদের মাঝেই ধর্মবোধ টুকু নেই। আপরের উপর কঠিন কিছু নিয়ম জারি করে দিয়ে, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে, বিধর্মী কাজগুলো করছে অগোচরে, স্বগোচরে। অথচ, এইসব কথা বলা যাবেনা। কবরে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি পেতে হবে।

তাই বলে কি, আমি এই বাংলা সমাজে, নিজের মতামত জাহির করতে পারবোনা কখনোই? তাতে, আমার আপত্তি নেই। আমার সোনার বাংলার সোনালী মনের মানুষগুলো, সারা জীবন আমাকে এড়িয়ে গেছে। তাতে কি? আমার তো এতটা ক্ষতি হয়নি। বরং ভালোই আছি। মন খোলে লিখতে পারছি নিজের জন্যে, নিজের ঘরে বসে। কেউ পড়ুক আর না পড়ুক, ভেবে আর কি হবে? আমার কবরে তো আমাকেই যেতে হবে।